তারিখ ২৮/৮/৮০

প্রেস ইনস্টিটিউটের পাঁচ বছর

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। সংবাদপত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্মীর জন্যই এই খবরটি নিঃসন্দেহে আনন্দের।

সংবাদপত্র তথা গণযোগাযোগ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান এবং গণমাধ্যম-এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা, পরিচালনা ও মাধ্যম সমূহের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বস্তুত বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মরত সাংবাদিক এবং গণযোগাযোগ কর্মীদের হাতেকলমে শিক্ষা দানই প্রেস ইনস্টিটিউটের কাজ।

১৯৭৬ সালের ১৮ই আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধ্যাদেশ ঢাকায় একটি প্রেস ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাদেশে বলা হয়: সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন বা কোন সরকারী ও স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ এবং সে সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য প্রকাশ, প্রয়োজনে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাকে পেশাগত প্রশ্নে পরামর্শ দান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গণযোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, মাইক্রো ফিল্ম ইউনিটসহ একটি মর্গ এবং একটি সংবাদ-তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজনে সংবাদপত্র বিষয়ক কোন ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেয়া এবং বাংলাদেশে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রেস ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সংবাদপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগ এজেন্সিগুলোকে জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর করে তোলাই ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্তব্য।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের দুটি বিভাগ রয়েছে। একটি প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন বিভাগ অন্যটি গবেষণা ও তথ্য বিভাগ। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে একজন মহাপরিচালক এবং দুই বিভাগের দু'জন পরিচালক ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজনে পরামর্শ, সুপারিশ, নির্দেশ প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রয়েছে একটি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাপনা বোর্ড। সংবাদপত্র পরিষদ, সম্পাদক সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত। দু'বছরের জন্য মনোনীত একজন চেয়ারম্যান এই বোর্ডের প্রধান। প্রবীণ সাংবাদিক এবং প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক জনাব আবদুল ওয়াহাব প্রেস ইনস্টিটিউটের বর্তমান চেয়ারম্যান। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব এ বি এম মূসা বর্তমান মহাপরিচালক।

কর্মরত সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমসমূহের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়নের সুবিধাদানে এই বিভাগটি নিয়োজিত। প্রেস ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৯টি সেমিনার, ১০টি ট্রেনিং কোর্স ও ৫টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করেছে। এই সব কোর্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে সর্বমোট ৪৩৪ জন সাংবাদিক, গণসংযোগ অফিসার, তথ্য অফিসার, বেতার ও টিভি কর্মী, সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপক এবং গণমাধ্যম সমূহের অন্যান্য কর্মী অংশ গ্রহণ করেছেন। এই সব কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনারের মধ্যে ৫টি হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। এগুলোর মধ্যে মহিলা উন্নয়ন ও শিশু কল্যাণের উপর ইউনিসেফের সহযোগিতায়, এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট-এর সহযোগিতায় পপুলেশন কমিউনিকেশন ওয়ার্কশপ, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর জার্নালিজম (পশ্চিম বার্লিন)-এর সঙ্গে সেমিনার, কমনওয়েলথ ইউনিয়নের সহযোগিতায় ওয়ার্কশপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যন্ত ২৪টি ওয়ার্কশপ, কোর্স ও সেমিনারে ৪৩৪ জন সাংবাদিক ও গণযোগাযোগ কর্মী সর্বমোট ১৯৪ কার্যদিন ব্যয় করেছেন। এইসব কোর্স বা সেমিনারের সাধারণ কার্য-সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা।

বিভিন্ন কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে যেসব সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয় সেসবের কিছু কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন মনে করা হয় যে সাধারণভাবে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম কর্মীদের দেশের সার্বিক অবস্থা—ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও গৃহীত কর্মসূচী, পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পট-পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা, ইনস্ট্রাক্টরের সংখ্যাল্পতা, বিশেষজ্ঞদের দুর্লভ প্রাপ্তি ইত্যাদি নিত্যদিনের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট খুব একটা পিছিয়ে নেই। প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ও তিনজন সর্বক্ষণিক ইনস্ট্রাক্টর ছাড়াও সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সাংবাদিক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষক ও রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করে থাকেন। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞরাও প্রেস ইনস্টিটিউটে মাঝে মাঝে কর্মশিবির পরিচালনা করে থাকেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের অন্যান্য স্থানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে। এর অন্যতম লক্ষ্য হল: যাতে দেশের সাংবাদিক সমাজের বৃহত্তর অংশ গ্রামে-গঞ্জের সংবাদদাতারা প্রশিক্ষণের সুবিধা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমসমূহের বিভিন্ন উপাত্ত, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে বিভিন্ন গবেষণা কর্মসূচী ও জরীপ প্রণয়ন এবং পরিচালন, তথ্য ব্যাংক গঠন, সংবাদপত্রসেবীদের জন্য 'ব্যাকগ্রাউন্ড মেটেরিয়েলস' সরবরাহ ইত্যাদি কাজে ইনস্টিটিউটের গবেষণা বিভাগটি নিয়োজিত।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা আয়-ব্যয় সম্পর্কে একটি জরীপও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

'গণমাধ্যম জরীপ' নামে একটি কর্মসূচী এই বিভাগের সর্ববৃহৎ কর্মসূচী। প্রায় বাইশজন গবেষণাকর্মী এই জরীপ চালাচ্ছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদপত্র, বেতার, টিভি, চলচ্চিত্র, গণসংযোগ, টেলিফোন, বার্তা সংস্থা, বিজ্ঞাপন এজেন্সির উপর এক ব্যাপক জরীপ চালানো হচ্ছে। এই কর্মসূচীর অধীন এ পর্যন্ত সংগৃহীত উপাত্ত ও তথ্যের পরিমাণ নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়।

প্রেস ইনস্টিটিউটের মুখপত্র হিসেবে সংবাদপত্র এবং গণযোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যবহুল গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা 'নিরীক্ষা' প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ইতিমধ্যেই পত্রিকাটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে। সাংবাদিকতা গণ-যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর এতে চার হাজারেরও বেশি পুস্তক রয়েছে। গ্রন্থাগারের অন্য একটি আকর্ষণ বিষয়ওয়ারী ক্লিপিং ফাইল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর এরকম ফাইলের সংখ্যা চারশ ছাড়িয়ে গেছে। সাংবাদিক, গণ-যোগাযোগ কর্মী, এ[illegible] সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে যাঁরা [illegible] গ্রন্থাগারের সুবিধা নিতে চান [illegible]দের জন্য সকাল আটটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত লাইব্রেরী সার্ভিস পাওয়া যায়। বিশেষ অবস্থায় অনুমতিক্রমে অন্য সময় বা অন্যভাবেও এই সার্ভিস পাওয়া যেতে পারে। পুস্তক ও ফাইলের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই ক্রমবর্ধমান।

প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার সহায়তায় জাতিসংঘ জুমশাসন এসোসিয়েশনের অর্থানুকূল্যে প্রেস ইনস্টিটিউট সম্প্রতি 'ডেপথনিউজ বাংলাদেশ' নামে একটি ফিচার সার্ভিস [illegible] করেছে। এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে দুটো বাংলা ও দুটো ইংরেজী ফিচার বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠানো হয়।

কারিগরি অগ্রগতির জন্য স্বভাবতই প্রেস ইনস্টিটিউটের আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন। ইউনেস্কোর গ্রান্টের অধীনে কিছু যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে এবং আরো কিছু পৌঁছবার অপেক্ষায় রয়েছে। ক্লাস রুমটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত সরকারী অনুদানে পরিচালিত। তবে বিভিন্ন কোর্সে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাঝে-মধ্যে কিছু অর্থ যোগান দেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে প্রেস ইনস্টিটিউটের একটি বৃহত্তর কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এই বৃহত্তর কর্মসূচীর অধীনে নিজস্ব কমপ্লেক্স নিজস্ব ছাপাখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও এতে রয়েছে।

উপরোক্ত দুটি বিভাগ ছাড়াও সাধারণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি প্রশাসন শাখা।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট যাত্রা শুরু করেছিল। খ্যাতনামা সাংবাদিক আবদুস সালাম ছিলেন এর প্রথম মহাপরিচালক। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে প্রেস ইনস্টিটিউটে স্বল্পকালের মধ্যেই সংগঠিত হতে পেরেছিল। আর ইনস্টিটিউটের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুর্তাজা আলী। স্ব স্ব ক্ষেত্রে দু'জনই ছিলেন স্বনামধন্য।